

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, বৃহস্পতিবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ১২ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-17 29th October 2026 ◆ Thursday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



বছরে ৬ লক্ষ ফলের চারা বিলির ঘোষণা পীযূষ হাজরিকার

আনারস রফতানি, অয়েল পাম চাষ ও সেচ পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর

শিলচর : বরাক উপত্যকায় কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং কৃষি উৎপাদন বাড়াতে ফলের চারা বিতরণ, অয়েল পাম চাষ, আনারস রফতানি ও সেচ পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ পদক্ষেপের ঘোষণা করলেন অসমের কৃষি ও সেচমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। আগামী বছর থেকে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে বছরে ৫ থেকে ৬ লক্ষ ফল ও উদ্যানপালনজাত গাছের চারা বিতরণ করা হবে বলে জানান তিনি। বৃহস্পতিবার কাছাড় জেলার লক্ষীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনের পর শিলচরে কৃষি ও সেচ বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন মন্ত্রী।

পরিদর্শনকালে দেওয়ান চা-বাগানে অয়েল পাম চাষের কাজ খতিয়ে দেখেন হাজরিকা।



চা-বাগানগুলিকে শস্য বৈচিত্র্যকরণের জন্য মোট জমির সর্বাধিক ৫ শতাংশ অয়েল পাম চাষে ব্যবহারের অনুমতির কথা উল্লেখ করেন তিনি। মারকুলিনের আনারস বাগানে কৃষক উৎপাদক সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে উদ্যানপালন কিট, চারা রোপণের উপকরণ, বিশ্রামাগার ও রেফ্রিজারেটর দেওয়ার আশ্বাস দেন। বিদেশে আনারস রফতানির সুবিধার্থে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নেও উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

প্রস্তাবিত চারা বিতরণ কর্মসূচিতে ড্রাগন ফল, লিচু, নারকেল ও সুপারি গাছ থাকবে। পাশাপাশি সাপেরময়না ও সিরিপুর পার্ট-১ এলাকার উত্তোলন সেচ প্রকল্পগুলিও পরিদর্শন করেন মন্ত্রী।

পর্যালোচনা বৈঠকে কৃষক নিবন্ধনের কাজ দ্রুত শেষ করা এবং দরিদ্র কৃষকদের জমির নামজারি সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে জেলাপ্রশাসনকে নির্দেশ দেন তিনি। প্রতিটি জেলায় অন্তত ৪২টি কৃষক উৎপাদক সংস্থা গঠন, জলাভূমিতে মাখানা চাষ এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের সৌরচালিত সেচ পাম্প দেওয়ার উপরেও জোর দেন হাজরিকা।

২০২৭-এর ভোটের আগে পাঁচ রাজ্যে আধিকারিকদের বদলির নির্দেশ কমিশনের

ইম্ফল : ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পাঁচ রাজ্যে প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকদের বদলির নির্দেশ দিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। তালিকায় রয়েছে মণিপুর, গোয়া, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড। ২৭ অক্টোবর জারি করা নির্দেশে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।

নির্দেশ অনুযায়ী, নিজের জেলায় কর্মরত আধিকারিক এবং গত চার বছরের মধ্যে একই জেলায় তিন বছর দায়িত্ব পালন করেছেন, এমন আধিকারিকদের বদলি করতে হবে। মণিপুরের ক্ষেত্রে ২০২৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে একই জেলায় তিন বছরের মেয়াদ পূর্ণ করবেন, এমন আধিকারিকরাও এর আওতায় পড়বেন।

মায়ানমার পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে জোর নাগাল্যান্ডের রাজ্যপালের

মেলুরি : মেলুরি থেকে মায়ানমার পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ উন্নত করে সীমান্ত বাণিজ্য, পর্যটন ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বিকাশে গতি আনার উপর জোর দিলেন নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল নন্দকিশোর যাদব। বুধবার মেলুরি ভিলেজ কাউন্সিল হলে জেলা প্রশাসন, বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এই বক্তব্য রাখেন।

রাজ্যপাল বলেন, উন্নত সড়ক যোগাযোগ বাজারে পৌঁছনো সহজ করার পাশাপাশি জরুরি পরিষেবা এবং স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক সুযোগ বাড়াবে। মায়ানমার সীমান্তের কাছে অবস্থিত আভাখুং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রের সম্ভাবনা তুলে ধরে তিনি জানান, এর উন্নয়ন ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

মেলুরির খনিজ সম্পদ, কৃষি, উদ্যানপালন ও পর্যটন শিল্পের বিকাশের উপরেও গুরুত্ব দেন যাদব। পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের আহ্বান জানান তিনি।

উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে সরকারি দফতরগুলির সমন্বয় এবং স্থানীয় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপরেও জোর দেন রাজ্যপাল। তাঁর মতে, পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও বাসিন্দাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাও জরুরি।

বরাক নদীর রেলসেতুতে লাইনচ্যুত শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন

দুর্ঘটনায় হতাহত নেই, বাতিল দুই ট্রেন

শিলচর : বদরপুরে বরাক নদীর উপর রেলসেতুতে লাইনচ্যুত হল শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনের সামনের ট্রলি। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিট নাগাদ বদরপুর ও সুকৃতিপুর স্টেশনের মধ্যে ১৬৬/৭ কিলোমিটার পয়েন্টে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল জানিয়েছে, ট্রেনের সব যাত্রী নিরাপদ রয়েছেন।



দুর্ঘটনার পর যাত্রীবাহী কামরাগুলিকে বদরপুর স্টেশনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রেলের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাইন মেরামতি ও পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করেন। এর জেরে লুমডিং-বদরপুর পাহাড়ি রেলপথে একাধিক ট্রেনের চলাচল ব্যাহত হয়। রেল সূত্রে খবর, গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-শিলচর এক্সপ্রেস এবং কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস-সহ একাধিক ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে রাখা হয় বা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। দুর্ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবারের শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের যাত্রা বদরপুরে শেষ হয়। বদরপুর থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে।

শিলচরের তিন হাসপাতাল পরিদর্শনে মন্ত্রী অশোক সিংঘল

ক্রিটিক্যাল কেয়ার ও মা-শিশু ইউনিটের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ

শিলচর : রোগীকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, চিকিৎসার গুণমান ও পরিকাঠামোগত ঘাটতি খতিয়ে দেখতে বুধবার শিলচরের তিনটি প্রধান হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন অসমের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী অশোক সিংঘল। তাঁর পরিদর্শনের তালিকায় ছিল শিলচর সিভিল হাসপাতাল, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শিলচর ক্যানসার সেন্টার।



বরাক উপত্যকা সফরের দ্বিতীয় দিনে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখার পাশাপাশি চিকিৎসাধীন রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। চিকিৎসা পরিষেবা পেতে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন এবং হাসপাতালগুলির পরিষেবার মান সম্পর্কে খোঁজ নেন। রোগীরা যাতে সন্তোষজনক চিকিৎসা পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করার উপর জোর দেন তিনি। শিলচর সিভিল হাসপাতালে নির্মীয়মাণ ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট এবং মা ও শিশু পরিচর্যা ইউনিটের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন সিংঘল। প্রকল্প দুটির নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করতে পূর্ত বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ের নির্দেশ দেন তিনি। নতুন ইউনিটগুলি চালু হলে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম এবং মা ও শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের পরিষেবা খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী। পরে ক্যানসার সেন্টারে রোগীদের চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কেও খোঁজ নেন।

শ্রীভূমি-কাণ্ডে কাঠগড়ায় গোটা বরাকের বাঙালি, নীরব জনপ্রতিনিধিরা

শ্রীভূমি : একটি মারপিটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসমিয়া-বাঙালি বিভাজনের আখ্যান তৈরি এবং গোটা বরাকের বাঙালিকে কাঠগড়ায় তোলার অভিযোগ ঘিরে প্রশ্ন উঠছে। সংঘর্ষে কারা দোষী, তা তদন্তে নির্ধারিত হওয়ার আগেই সাধারণ বাঙালিকে হেনস্থা, হুমকি ও অপমানের মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ। অথচ বরাকের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছে। শাসক ও বিরোধী;উভয় শিবিরের বিধায়ক, সাংসদ ও মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এবং নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে তাঁরা কী পদক্ষেপ করছেন? ছেলের ন্যায়বিচারের দাবিতে এক মায়ের কান্নাও কি তাঁদের উদ্যোগী করতে পারছে না? দাবি উঠেছে, সংঘর্ষের প্রকৃত ঘটনা, পুলিশের ভূমিকা এবং বাঙালি পরিচয়ের কারণে হেনস্থার অভিযোগ;সবকিছুরই নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। অপরাধ প্রমাণিত হলে দোষীদের শাস্তি এবং নিরপরাধের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হোক।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

বৃহস্পতিবার, ১২ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি

জনকল্যাণের রাজনীতি বামেদের, ভোটের ফসল অন্যদের কেন?

বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, সস্তায় রেশন, সরকারি চাকরি, স্বাস্থ্য পরিষেবায় ভর্তুকি এবং সামাজিক সুরক্ষা;জনকল্যাণমূলক রাজনীতির এই ধারণাগুলি দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থীদের রাজনৈতিক কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অথচ আজ এই নীতিগুলির অনেকটাই গ্রহণ করছে দক্ষিণপন্থী দলগুলি, বিশেষত বিজেপি। কিন্তু নির্বাচনী সাফল্যের নিরিখে বামেদের প্রভাব ক্রমশ সীমিত হচ্ছে। আদর্শের গ্রহণযোগ্যতা আর ভোটের সমর্থনের মধ্যে এই ব্যবধান কেন? এর উত্তর খুঁজতে হলে বামপন্থীদের আত্মসমীক্ষা জরুরি।

জনকল্যাণমূলক নীতির পক্ষে সওয়াল করলেই যে তার রাজনৈতিক সুফল সংশ্লিষ্ট দল পাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। সরকারি খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা কিংবা আর্থিক অনুদানের সুবিধা গ্রহণকারী ভোটারকে সেই নীতির আদর্শগত উৎসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতেই হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। ভোটারের সিদ্ধান্তে নেতৃত্বের ভাবমূর্তি, সাংস্কৃতিক পরিচয়, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্থানীয় সংগঠনের সক্রিয়তা এবং রাজনৈতিক প্রচারের ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

এখানেই বামেদের বড় দুর্বলতা। শ্রেণিবৈষম্য, অর্থনৈতিক সাম্য, শ্রমিকের অধিকার ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে তাঁদের সমৃদ্ধ বৌদ্ধিক ঐতিহ্য রয়েছে। কিন্তু সেই তাত্ত্বিক শক্তিকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করতে তাঁরা কতটা সফল? বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয় কিংবা কৃষকের অনিশ্চয়তা নিয়ে শুধু বক্তব্য রাখলেই হবে না; প্রয়োজন বিশ্বাসযোগ্য সমাধান এবং তা বাস্তবায়নের রাজনৈতিক সক্ষমতা। মানুষের সমস্যার কথা বলা আর সেই সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা বামেদের উপলব্ধি করতে হবে।

বিজেপির রাজনৈতিক কৌশল থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের পাশাপাশি ধর্মীয় আবেগ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে একই রাজনৈতিক বার্তায় যুক্ত করে দলটি বিস্তৃত জনসমর্থন গড়ে তুলতে পেরেছে। এই কৌশলের সঙ্গে একমত হওয়া আলাদা বিষয়, কিন্তু তার কার্যকারিতা অস্বীকার করলে চলবে না। মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পরস্পরের বিরোধী নয়। বামেদের চ্যালেঞ্জ, ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবজ্ঞা না করে কীভাবে সামাজিক ন্যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমতার পক্ষে বৃহত্তর সংলাপ গড়ে তোলা যায়। মানুষের বিশ্বাসকে সম্মান জানিয়েও কুসংস্কার, বৈষম্য ও মেরুকরণের বিরুদ্ধে কথা বলা সম্ভব। প্রয়োজন সেই রাজনৈতিক ভাষা ও সংবেদনশীলতা।

সংগঠনগত দুর্বলতাও উপেক্ষণীয় নয়। মতাদর্শগত বিতর্ক রাজনৈতিক ধারাকে সমৃদ্ধ করে, কিন্তু সেই বিতর্ক যখন বিভাজন ও সাংগঠনিক ভাঙনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার মূল্য দিতে হয় নির্বাচনে। কেরলের মতো রাজ্যে বামপন্থীদের শক্তিশালী উপস্থিতি প্রমাণ করে, এই রাজনীতি অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু একটি রাজ্যে সাফল্য জাতীয় স্তরে সমর্থনের নিশ্চয়তা দেয় না। প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি, শক্তিশালী স্থানীয় নেতৃত্ব এবং নির্বাচনের বাইরেও মানুষের পাশে থাকার ধারাবাহিকতা।

রাজনৈতিক সংগঠনের শক্তি শুধু নির্বাচনী প্রচার কিংবা জনসভার ভিড় দিয়ে বিচার করা যায় না। শ্রমিকের অধিকার, কৃষকের সমস্যা, বেকার যুবকদের দাবি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ঘাটতি নিয়ে সারা বছর কাজ করতে হয়। স্থানীয় স্তরে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হয় এবং প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন নিয়ে ধারাবাহিক নজরদারি চালাতে হয়। এই সংযোগ দুর্বল হয়ে পড়লে দীর্ঘদিনের আদর্শগত গ্রহণযোগ্যতাও ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত হয় না। বামেদের তাই নতুন প্রজন্মের ভাষা, প্রত্যাশা ও কর্মসংস্থানের সংকটকে রাজনৈতিক কর্মসূচির কেন্দ্রে আনতে হবে।

আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি প্রকল্প কোনও শাসকের ব্যক্তিগত অনুগ্রহ নয়; তা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং নাগরিকের প্রাপ্য পরিষেবার অংশ। সরকারি রাজস্বের অর্থে পরিচালিত প্রকল্পের সুবিধা নাগরিকের অধিকার ও কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু রাজনৈতিক প্রচারে এই সুবিধাগুলি প্রায়ই নেতৃত্বের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে প্রকল্পের সুফলভোগী মানুষ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে পারেন, কিন্তু সেই প্রকল্পের পিছনে থাকা বৃহত্তর জনকল্যাণের ধারণা সম্পর্কে সচেতন নাও হতে পারেন। বামেদের উচিত নাগরিক অধিকার ও জনসম্পদের ন্যায্য বণ্টনের ধারণাকে সহজ ভাষায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

ককরোচ জনতা পার্টির ভবিষ্যৎ কোন পথে?

মনোজ মোহাঙ্কা

রাস্তায় জনসমাগম, সামাজিক মাধ্যমে প্রচার কিংবা সরকারের উপর চাপ তৈরি করাই কোনও আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য নয়। জনতার ক্ষোভকে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে রূপ দিতে প্রয়োজন সুস্পষ্ট লক্ষ্য, বিস্তৃত জনসমর্থন, শক্তিশালী সংগঠন এবং ধারাবাহিকতা। ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) সামনেও এখন সেই কঠিন পরীক্ষা। তরুণদের অসন্তোষকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এই রাজনৈতিক উদ্যোগ ভবিষ্যতে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নির্ভর করবে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের বাইরে গিয়ে কতটা স্থায়ী পরিবর্তনের পথ তৈরি করতে পারে তার উপর।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে তরুণ প্রজন্ম যখন রাস্তায় নামে, তখন ক্যাম্পাস থেকে রাজপথ;সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবাদের স্লোগান। সরকারের উপর চাপ তৈরি হয়, আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে নতুন নতুন দাবি। কিন্তু মানুষের ক্ষোভকে সংগঠিত করা এবং সেই ক্ষোভকে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে রূপান্তরিত করা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। ১৯৯০ সালের মণ্ডলবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে ২০২৬ সালে ককরোচ জনতা পার্টিকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া প্রতিবাদের তুলনা টানলে এই প্রশ্নই সামনে আসে। নেহা বোরা ও অভিজিৎ দিপকের মতো তরুণ মুখকে ঘিরে তৈরি হওয়া আন্দোলন কি দেশের রাজনৈতিক পরিসরে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারবে? নাকি প্রাথমিক উত্তেজনা স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রভাবও কমে যাবে?

১৯৯০ সালের অগস্টে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত শহুরে মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয়। আন্দোলনের অন্যতম প্রতীক হয়ে ওঠেন রাজীব গোস্বামী, যাঁর আত্মাহুতির চেষ্টা দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু প্রতিবাদের তীব্রতা সত্ত্বেও সংরক্ষণ নীতি প্রত্যাহার করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সেই নীতি কার্যকর হওয়ার পথও প্রশস্ত হয়। ১৯৯০ সালের নভেম্বরে ভি পি সিং সরকারের পতন ঘটলেও তার প্রধান কারণ ছিল রাম রথযাত্রার সময় লালকৃষ্ণ আডবাণীর গ্রেফতারির পর বিজেপির সমর্থন প্রত্যাহার। তাই সরকারের পতনকে শুধুমাত্র মণ্ডলবিরোধী আন্দোলনের ফল হিসেবে দেখা ঐতিহাসিকভাবে যথাযথ নয়।

এই অভিজ্ঞতা দেখায়, কোনও আন্দোলন জাতীয় স্তরে আলোড়ন তুলতে পারে, সরকারকে চাপে ফেলতে পারে, এমনকি রাজনৈতিক সমীকরণেও প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আন্দোলনের মূল দাবিগুলিও পূরণ হয়েছে।

গুজরাটের নবনির্মাণ আন্দোলন, বিহারের ছাত্র আন্দোলন, অসম আন্দোলন এবং তেলঙ্গানার দাবিতে দীর্ঘ সংগ্রামেও এই পার্থক্য স্পষ্ট। গুজরাটে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন ১৯৭৩-৭৪ সালে বৃহত্তর গণবিক্ষোভে পরিণত হয়। বিহারে ১৯৭৪ সালের ছাত্র আন্দোলন জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে 'সম্পূর্ণ বিপ্লব'-এর আহ্বানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। অসম আন্দোলন দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৮৫ সালে অসম চুক্তির পথ তৈরি করে। অন্যদিকে, তেলঙ্গানার দাবিতে বছরের পর বছর আন্দোলন, রাজনৈতিক উদ্যোগ এবং জনসমর্থনের ধারাবাহিকতার পর ২০১৪ সালে পৃথক রাজ্য গঠিত হয়।

এই আন্দোলনগুলির লক্ষ্য ও পরিণতি এক ছিল না। তবে প্রতিটি অভিজ্ঞতাই দেখিয়েছে, প্রাথমিক ক্ষোভের বাইরে গিয়ে সুস্পষ্ট লক্ষ্য, সংগঠন এবং দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক কৌশল তৈরি করতে না পারলে স্থায়ী পরিবর্তন আনা কঠিন।

সামাজিক মাধ্যমের দ্রুত বিস্তার ককরোচ জনতা পার্টির মতো নতুন রাজনৈতিক উদ্যোগের সামনে সুযোগ তৈরি করেছে। পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা, সরকারি নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ, নির্বাচনী দায়বদ্ধতা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগকে সামনে এনে তরুণদের একাংশকে সংগঠিত করা সম্ভব। কিন্তু অনলাইন জনপ্রিয়তা মানেই বৃহত্তর জনসমর্থন নয়। দ্রুত ছড়িয়ে পড়া স্লোগানও দীর্ঘমেয়াদি সাংগঠনিক শক্তির বিকল্প হতে পারে না।

প্রথম পরীক্ষা জনসমর্থনের বিস্তার। সিজেপি কি শহুরে, শিক্ষিত এবং সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় তরুণদের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছতে পারবে? জাতীয় স্তরে প্রভাব তৈরি করতে হলে এমন কর্মসূচি প্রয়োজন, যাতে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরের মানুষ নিজেদের সমস্যার প্রতিফলন দেখতে পান। কেবল একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির ক্ষোভের উপর নির্ভর করে স্থায়ী রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলা কঠিন।

দ্বিতীয় পরীক্ষা দাবির স্পষ্টতা। পরীক্ষা ও নিয়োগে অনিয়ম এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার জবাবদিহি;সবকটিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু প্রতিটি সমস্যার প্রকৃতি আলাদা, সমাধানের পথও আলাদা। তাই কোন দাবিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কী সংস্কার প্রয়োজন এবং সেই সংস্কার কীভাবে কার্যকর করা সম্ভব, তা স্পষ্ট করতে হবে। শুধু সরকারের বিরোধিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একত্রিত করা গেলেও প্রাথমিক উত্তেজনা কমলে সেই ঐক্য ধরে রাখা কঠিন।

তৃতীয় পরীক্ষা সংগঠনের স্থায়িত্ব। কয়েকজন জনপ্রিয় নেতা কিংবা বড় জমায়েতের উপর নির্ভর না করে স্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। নেতৃত্বের জবাবদিহি, অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ সামলানোর ব্যবস্থা এবং স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিশ্চিত করা যায় না। রাজনৈতিক পরিবর্তনের পথে সমঝোতা, মতপার্থক্য ও কঠিন সিদ্ধান্ত অনিবার্য। সেগুলি সামলানোর ক্ষমতাই সংগঠনের পরিপক্কতার পরিচয়।

চতুর্থ পরীক্ষা রাজনৈতিক স্বাধীনতা। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বা সমঝোতা আন্দোলনের দাবিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই সম্পর্ক যদি সিজেপির নিজস্ব অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়, তবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। রাজনৈতিক সহযোগিতা এবং অন্যের রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হয়ে ওঠার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নিজস্ব নীতি ও দাবির সঙ্গে আপস না করে অন্য রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে কাজ করার ক্ষমতাই দলটির স্বাধীন পরিচয় নির্ধারণ করবে।

এই আন্দোলন সরকারকেও কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। সিজেপির নেতৃত্বে আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের ঘটনাকে আন্দোলনকারীরা সাফল্য হিসেবে দেখতে পারেন। কিন্তু কোনও পদাধিকারীর পদত্যাগই কি প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার সমাধান? এরপর যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিও মেনে নেওয়া হয়, তবে রাজপথের চাপের মাধ্যমে সাংবিধানিক পদাধিকারীদের সরিয়ে দেওয়ার নজির তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে।

অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুধু প্রশাসনিক ক্ষমতার জোরে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করলেও সরকারের সমস্যা বাড়বে। তাতে মূল বিতর্ক জবাবদিহির প্রশ্ন থেকে সরে গিয়ে প্রতিবাদের অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহার নিয়ে বৃহত্তর সংঘাতে পরিণত হতে পারে।

প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আস্থা বাড়াতে সরকারের উচিত অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত এবং সংস্কারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পরীক্ষা ও নিয়োগে স্বচ্ছতা বাড়ানো, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের সময়সীমা বেঁধে তদন্ত, তদন্তের অগ্রগতি প্রকাশ এবং স্বাধীন নজরদারি জোরদার করার সুযোগ রয়েছে। একইভাবে, ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরীক্ষাযোগ্য পদ্ধতি এবং সংশোধনের স্পষ্ট মাপকাঠি জনআস্থা বাড়াতে পারে।

জঙ্গি পুনর্গঠনের আশঙ্কা মেঘালয়ে, পুলিশি প্রস্তুতি বাড়ানোর দাবি সাংমার

নিয়োগ-বদলিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধের আর্জি বিরোধী দলনেতার

শিলং : মেঘালয়ে প্রাক্তন জঙ্গি সংগঠনগুলির ফের সক্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা মুকুল সাংমা। সম্ভাব্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ বাহিনীর প্রস্তুতি বাড়ানো, দীর্ঘদিনের শূন্যপদ দ্রুত পূরণ এবং নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার রাজ্যের নিরাপত্তা কমিশনের বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা, সীমান্ত সুরক্ষা ও পুলিশের কর্মদক্ষতা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন সাংমা।

তাঁর বক্তব্য, গণহিংসা, জনবিক্ষোভ ও নাগরিক অস্থিরতার মতো পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে আরও দক্ষ ও প্রস্তুত থাকতে হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ করার মতো পরিকাঠামো এবং পর্যাপ্ত কর্মী নিশ্চিত করা জরুরি।



পুলিশের নিয়োগ ও বদলি রাজনৈতিক বা বাইরের প্রভাবমুক্ত না হলে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা এবং বাহিনীর পেশাদারিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি।

রাজ্যে অননুমোদিত প্রবেশ ও অবৈধ অভিবাসন রুখতে মেঘালয় রেসিডেন্টস সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০১৬ কঠোরভাবে কার্যকর করার আহ্বান জানান সাংমা। অসম-মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমান্তে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে দুই রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর উপরেও জোর দেন তিনি। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়ার কারণে জমিতে যাতায়াতে সমস্যায় পড়া বাসিন্দাদের দুর্ভোগের বিষয়টিও তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা।

এদিকে, অবৈধ কয়লা উত্তোলন ও পরিবহণের অভিযোগ এবং সরকারি নথিতে কয়লার মজুতের হিসাব নিয়ে কথিত অসঙ্গতির পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন সাংমা। এই অনিয়মে উচ্চপর্যায়ের মদত থাকার সম্ভাবনা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তবে অভিযোগগুলির সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ।

মেঘালয়ে ইউডিপি-তে ভাঙন, এনপিপিতে যোগ দিলেন আরও তিন প্রাক্তন বিধায়ক

শিলং : মেঘালয়ের রাজনীতিতে দলবদলের জেরে আরও দুর্বল হল ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (ইউডিপি)। দলের তিন প্রাক্তন বিধায়ক ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-তে যোগ দেওয়ায় রাজ্য বিধানসভায় ইউডিপির শক্তি কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র এক বিধায়কে।

বুধবার শিলংয়ে এনপিপির রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত যোগদান অনুষ্ঠানে পশ্চিম শিলংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক পল লিংডো এবং মাওকিরওয়াটের প্রাক্তন বিধায়ক রেনিকটন এল টংখারকে দলে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী তথা এনপিপির সর্বভারতীয় সভাপতি কনরাড কে সাংমা। মুকাইয়াওয়ের বিধায়ক নুজোরকি সুংগোহ অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে তিন বিধায়কের অনুগামীরাও এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে এনপিপিতে যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনপিপির রাজ্য সভাপতি প্রেস্টোন টিনসং এবং দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি স্নিয়াভালাং ধর-সহ অন্যান্য নেতারা। নতুন সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে কনরাড সাংমা আশা প্রকাশ করেন, তাঁরা দলের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে মেঘালয়ের উন্নয়ন এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করবেন। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় লিংডো, টংখার ও সুংগোহের পাশাপাশি তাঁদের সমর্থকদেরও এনপিপি পরিবারে স্বাগত জানান তিনি।

এই দলবদলের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আগেই দিয়েছেন মেঘালয় বিধানসভার স্পিকার থমাস এ সাংমা। গত ২৩ অক্টোবর সংবিধানের দশম তফসিলের চতুর্থ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তিন ইউডিপি বিধায়কের এনপিপিতে সংযুক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর আগে ১৬ অক্টোবর ইউডিপির আট বিধায়কের বিজেপিতে সংযুক্তিকেও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন স্পিকার।

৬০ আসনের মেঘালয় বিধানসভায় একসময় ১২ জন বিধায়ক নিয়ে থাকা ইউডিপি এখন কার্যত প্রান্তিক অবস্থায় পৌঁছেছে। দলের সভাপতি মেটবাহ লিংডোই বর্তমানে বিধানসভায় ইউডিপির একমাত্র বিধায়ক হিসেবে রয়ে গিয়েছেন। অন্যদিকে, দলবদলের ফলে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আট বিধায়ক এবং এনপিপির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তিনজন। মেঘালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক দল ইউডিপির এই দুর্বলতা রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে।

২০২৭-এর ভোটে থানলন থেকে লড়বেন জোমি নেতার ছেলে থাংখানখুপ

চূড়াচাঁদপুর : ২০২৭ সালের মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনে চূড়াচাঁদপুর জেলার ৫৬ নম্বর থানলন কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা করলেন জোমি রিইউনিফিকেশন অর্গানাইজেশন (জেডআরও)-এর সভাপতি থাংলিয়ানপাউ গুইতের ছেলে থাংখানখুপ গুইতে। ৩৩ বছর বয়সি পেশায় চিকিৎসক থাংখানখুপ ২৮ অক্টোবর নিউ লামকার ডোরকাস ভেং এলাকায় আয়োজিত 'ডিক্লারেশন কাম ব্লেসিংস প্রেয়ার' অনুষ্ঠানে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান।

থানলনের আইবুলন গ্রামের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। নির্বাচিত হলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেবেন বলে জানিয়েছেন থাংখানখুপ। পাশাপাশি সড়ক ও যোগাযোগ পরিকাঠামোর উন্নতি, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের সুফল মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছে দেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন তিনি।

তবে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়বেন, তা এখনও স্পষ্ট করেননি থাংখানখুপ। তাঁর নির্বাচনী ঘোষণাকে কেন্দ্র করে পাহাড়ি এলাকার থানলন কেন্দ্রের রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

থাংলিয়ানপাউ গুইতে জেডআরওর প্রধান। সংগঠনটি জোমি রেভলিউশনারি আর্মির (জেডআরএ) মূল সংগঠন হিসেবে পরিচিত। জেডআরএ ইউনাইটেড পিপলস ফ্রন্টের (ইউপিএফ) অন্তর্ভুক্ত। এই ছাতাসংগঠন সরকারের সঙ্গে সাসপেনশন অব অপারেশনস (এসওও) চুক্তির আওতায় থাকা সশস্ত্র সংগঠনগুলির প্রতিনিধিত্ব করে।

চিকিৎসকদের চার অনৈতিক চর্চা নিয়ে সতর্ক করলেন নাগাল্যান্ড মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রধান

কোহিমা : ওষুধ সংস্থার কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়া, রোগী পাঠানোর বিনিময়ে অর্থ লেনদেন, নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্সের (এনপিএ) নিয়ম ভঙ্গ এবং অনৈতিক গর্ভপাতের চর্চা নিয়ে চিকিৎসকদের সতর্ক করলেন নাগাল্যান্ড মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি তথা রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের অধিকর্তা ডা. পুসে লিয়েগিসে। তাঁর বক্তব্য, চিকিৎসকদের পেশাগত অসততা স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট করতে পারে।



মঙ্গলবার নাগাল্যান্ড ইন-সার্ভিস ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের (নিডা) বার্ষিক সম্মেলন ও সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি চিকিৎসকদের আইন ও পেশাগত নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানান। 'নৈতিক চিকিৎসা, সহমর্মী পরিষেবা' ছিল সম্মেলনের মূল ভাবনা।

লিয়েগিসে জানান, এনপিএ গ্রহণকারী সরকারি চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত চিকিৎসা না করার অঙ্গীকার করতে হয়। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া এবং ভাতার অর্থ ফেরত নেওয়ার বিধান রয়েছে। ওষুধ সংস্থার আর্থিক প্রলোভনে প্রেসক্রিপশন প্রভাবিত করা এবং রোগী অন্য চিকিৎসক বা প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানোর বিনিময়ে অর্থ নেওয়া বা দেওয়াও অনৈতিক বলে উল্লেখ করেন তিনি।

রোগীর গোপনীয়তা, চিকিৎসা বেছে নেওয়ার অধিকার, মর্যাদা এবং সকলের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ নিশ্চিত করার উপরেও জোর দেন কাউন্সিল সভাপতি।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি অর্থ কমিশনার কেসোনিউ ইয়োমে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে চিকিৎসক সংগঠনকে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। কর্মীস্বল্পতা, ওষুধ ও সরঞ্জামের ঘাটতি, রোগী স্থানান্তর এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সমস্যা চিহ্নিত করে সরকারকে তথ্যভিত্তিক সুপারিশ দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। পাশাপাশি রোগের চিকিৎসার পাশাপাশি প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণের উপরেও গুরুত্ব দেন ইয়োমে। তাঁর মতে, স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিনিয়োগের সুফল সাধারণ মানুষের জীবনে প্রতিফলিত হওয়া জরুরি।

তামাকমুক্ত যুবসমাজ গড়তে নাগাল্যান্ডে ৬০ দিনের অভিযান

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রামকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা, জোর আইন প্রয়োগেও

কোহিমা : যুবসমাজের মধ্যে তামাকের ব্যবহার কমাতে ৬০ দিনের রাজ্যব্যাপী অভিযান শুরু করল নাগাল্যান্ড সরকার। সচেতনতা বৃদ্ধি, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর করা এবং জনসম্পৃক্ততা বাড়িয়ে তামাকমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

বুধবার কোহিমার নাগাল্যান্ড ইনস্টিটিউট অব অ্যালায়েড অ্যান্ড হেলথকেয়ারে রাজ্যের তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অধীনে চতুর্থ 'তামাকমুক্ত যুব অভিযান' (টিএফওয়াইসি ৪.০)-এর সূচনা করে। পরে রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও এই কর্মসূচি চালু হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের অধিকর্তা ডা. ইমোটেমসু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। অভিযানের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা এবং জেলাগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর উপরেও জোর দেন তিনি। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির রাজ্য নোডাল আধিকারিক ডা. আই সাইমন সুমি তরুণ প্রজন্মের স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেতনতা ও আইন প্রয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অভিযানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তামাকমুক্ত করা, তামাকমুক্ত গ্রামের সংখ্যা বাড়ানো, সামাজিক মাধ্যমে



প্রচার এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২০০৩ সালের সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত পণ্য আইন এবং ২০১৯ সালের ইলেকট্রনিক সিগারেট নিষিদ্ধকরণ আইন কার্যকরের উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, প্রতিটি জেলায় অন্তত ৩০টি সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন, তামাকমুক্ত গ্রামের আওতা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি, আইন প্রয়োগের পদক্ষেপ ২০ শতাংশ বাড়ানো এবং ৩০ শতাংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে অভিযানে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারি দফতর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের সহযোগিতায় তামাকমুক্ত প্রজন্ম গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য।

জিনপিঙের ‘শুদ্ধিকরণ’ অভিযানে এক ধাক্কায় ৩৩ শীর্ষকর্তা বহিষ্কৃত



বেজিং : চিনের প্রশাসন ও সামরিক নেতৃত্বে নজিরবিহীন রদবদল। একসঙ্গে ৩৩ জন শীর্ষ আধিকারিককে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল চিনের শাসকদল। বহিষ্কৃতদের তালিকায় রয়েছেন পলিটব্যুরোর প্রাক্তন সদস্য মা শিংরুই, সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন শীর্ষকর্তা ঝাং ইউশিয়া এবং প্রেসিডেন্ট শি জিনপিঙের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ঝাং শাওজুন। দুর্নীতি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযানের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপের কথা জানানো হলেও, এর নেপথ্যে জিনপিঙের ক্ষমতা আরও কেন্দ্রীভূত করার কৌশল রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বৃহস্পতিবার বেজিংয়ে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন শেষ হয়। অধিবেশনের পর প্রকাশিত বিবৃতিতে ৩৩ জনের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৭ জন উচ্চপদস্থ দলীয় ও সরকারি আধিকারিক এবং ১৬ জন সামরিক কর্তা। গত বছরের চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ১৪ জনের বহিষ্কার অনুমোদিত হয়েছিল। এ বার সেই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি।

বহিষ্কৃতদের তালিকায় রয়েছেন সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন কর্মকর্তা লিউ ঝেনলি, প্রাক্তন কূটনীতিক লিউ জিয়ানচাও, প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী জিন ঝুয়াংলং এবং চিনের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রাক্তন প্রধান ই হুইমান। এ ছাড়া আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রাক্তন প্রধান লি ইউনজের দলীয় পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সরকারি বিবৃতিতে শৃঙ্খলা ও আইন লঙ্ঘনের অভিযোগের কথা বলা হলেও, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগের বিস্তারিত জানানো হয়নি।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঝং শাওজুনের অপসারণ। ঝেজিয়াং প্রদেশে জিনপিঙের রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় থেকেই তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন ঝং। পরে সাংহাই ও বেজিংয়েও তিনি জিনপিঙের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। ফলে তাঁর অপসারণ চিনের ক্ষমতার অলিন্দে বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

২০১২ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চালাচ্ছেন জিনপিং। তবে সামরিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বে ধারাবাহিক শুদ্ধিকরণ ঘিরে রাজনৈতিক আনুগত্য বাড়ানো এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ নিয়ে পর্যবেক্ষকদের মধ্যে আলোচনা চলছে। আগামী ২০২৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির পরবর্তী জাতীয় সম্মেলন হওয়ার কথা। তার আগে এই ব্যাপক রদবদল জিনপিঙের নেতৃত্ব ও ভবিষ্যৎ ক্ষমতার সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

হিংসাত্মক আন্দোলনে জড়ালে সরকারি চাকরি নয়, কড়া নির্দেশ যোগী সরকারের

লখনউ : হিংসাত্মক আন্দোলনে জড়িয়ে ‘জমানা বদল’ বা শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করলে মিলবে না সরকারি চাকরি। এমনই কড়া অবস্থান নিল উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার। সম্প্রতি এলাহাবাদ হাই কোর্টের একটি নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের নিয়োগ ও কর্মী বিষয়ক বিভাগের প্রধান সচিব এম দেবরাজ একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন। এই পদক্ষেপকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেসের অভিযোগ, এর মাধ্যমে প্রতিবাদীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে সরকার।



নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টায় যুক্ত ব্যক্তিদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করা হবে না। তবে শুধুমাত্র রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে কোনও প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে না। একইভাবে, কারও বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়া বা কোনও মামলার তদন্ত চলার কারণেই তাঁকে নিয়োগের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা যাবে না। প্রার্থীর অতীত কর্মকাণ্ড ও বর্তমান আচরণ খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, ২১ বছর বয়স পেরনোর পর কোনও প্রার্থীর তথ্য যাচাই করতে গিয়ে যদি দেখা যায়, তার আগের তিন বছরের মধ্যে তিনি বিতর্কিত বা হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন, তা হলে ধরে নেওয়া হতে পারে যে তিনি এখনও সেই কাজে সক্রিয়। তবে ওই সময়ের মধ্যে তাঁর আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রমাণ মিললে প্রশাসন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে পারবে।

যোগী সরকারের এই নির্দেশিকার কড়া সমালোচনা করেছে সমাজবাদী পার্টি। দলের মুখপাত্র উদয়বীরের বক্তব্য, ব্রিটিশ শাসনেও এ ধরনের নির্দেশ জারি করা হত। স্বাধীন দেশে প্রতিবাদ সাংবিধানিক অধিকার। আইনসম্মত ও প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অধিকার সকলের রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, এই নির্দেশিকার মাধ্যমে সরকার ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে।

শুক্রে খাড়গের বাসভবনে ‘জন মহাভিযোগ’, নিশানায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

নয়াদিল্লি : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এ অনিয়মের অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে শুক্রবার ‘জন মহাভিযোগ’ কর্মসূচি করবে ‘ইন্ডিয়া’ জোট। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত চলবে এই অনুষ্ঠান। নেতৃত্ব দেবেন লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার মীরা কুমার। সূচনা করবেন খাড়গে, সমাপ্তি ভাষণ দেবেন রাহুল গান্ধী। ১৯টি দলের নেতাদের পাশাপাশি ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ব্যক্তি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখবেন। কংগ্রেসের দাবি, এসআইআরে ক্ষতিগ্রস্ত ভোটারের সংখ্যা বেড়ে ১৬.৫ কোটিতে পৌঁছেছে।

ইউক্রেনে রুশ ড্রোন হামলা, ভিড় ট্রেন স্টেশনে মৃত অন্তত ১৩

কিয়েভ : যুদ্ধ থামানোর কূটনৈতিক উদ্যোগের মধ্যেই ইউক্রেনে ফের রুশ হামলায় প্রাণ গেল সাধারণ মানুষের। বৃহস্পতিবার সকালে ইউক্রেনের নিপ্রো রেল স্টেশনের একটি ভিড় প্ল্যাটফর্মে আছড়ে পড়ে রুশ ড্রোন। ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে স্থানীয় প্রশাসন।



ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় রেল সংস্থা টেলিগ্রামে জানিয়েছে, হামলার সময় নিপ্রো স্টেশন থেকে জাপোরজাইয়ের দিকে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিল ৮৬৬ নম্বর যাত্রীবাহী ট্রেনটি। সেই সময় প্ল্যাটফর্মে আছড়ে পড়ে জেটচালিত একটি চালকবিহীন আকাশযান। মুহূর্তের মধ্যে বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে স্টেশন চত্বর। আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন যাত্রীরা। বিস্ফোরণের জেরে হতাহতের পাশাপাশি রেল পরিষেবাতেও বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

রেল সংস্থার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সতর্কতা জারি থাকা সত্ত্বেও প্ল্যাটফর্মে বহু যাত্রীর উপস্থিতির কারণে এই হামলায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হামলার পর এলাকায় জরুরি তৎপরতা শুরু হয়। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন।

এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম রেল স্টেশনে হামলার নিন্দা করে তিনি আন্তর্জাতিক মহলের কাছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, যুদ্ধ পরিস্থিতি শান্ত করার পরিবর্তে মস্কো ইউক্রেনের সাধারণ নাগরিকদের উপর ধারাবাহিক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

এক্স হ্যান্ডেলে জেলেনস্কি আরও দাবি করেন, সম্প্রতি রাশিয়ার জ্বালানি ক্ষেত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটিয়ে রাশিয়া হামলা অব্যাহত রেখেছে। যদিও এই হামলা সম্পর্কে মস্কোর বক্তব্য জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, গত মাসেও ইউক্রেন-পোল্যান্ড সীমান্তের কাছে একটি ট্রেনে রুশ ড্রোন আঘাত হেনেছিল বলে ইউক্রেনের রেল কর্তৃপক্ষের তথ্য। ঘটনার কিছুক্ষণ আগে ওই পথ দিয়ে ইউক্রেন সফররত ব্রিটেন ও সুইডেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যাতায়াত করেছিলেন। ফের রেল পরিষেবাকে নিশানা করার অভিযোগে যুদ্ধের মধ্যে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ল।

‘মা-বোনেদের সুরক্ষায় পুলিশকে খোলা হাত’, এনকাউন্টার নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা শুভেন্দুর

রায়গঞ্জ : নারী নির্যাতন ও অপরাধ দমনে পুলিশকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার কথা জানিয়ে এনকাউন্টার নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রায়গঞ্জের এক সভায় তিনি বলেন, রাজ্যের মা-বোনেদের সুরক্ষায় পুলিশকে ‘খোলা হাত’ দেওয়া হয়েছে। ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি বা মহিলাদের অসম্মান করার মতো অপরাধ ঘটলে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।



মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, যা করার করব। নিশ্চিন্তে থাকুন। পুলিশকে খোলা হাত দিয়ে এসেছি। কেউ যদি ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মতো কাজ করে, তা হলে যা দরকার পুলিশ তাই করবে। পাশাপাশি অপরাধীদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ‘সামাজদার কা তো ইশারাই কাফি হ্যায়।’ পুলিশমন্ত্রী হিসেবে এর বেশি কিছু বলবেন না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সম্প্রতি রাজ্যে পরপর দুটি পুলিশি এনকাউন্টারের ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা ও মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে পুলিশের গুলিতে দুই অভিযুক্তের মৃত্যু হয়। পুলিশের দাবি, ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য ধৃতদের নিয়ে যাওয়ার সময় তারা আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পাল্টা গুলিতে মৃত্যু হয় গাইঘাটায় নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের মামলায় অভিযুক্ত প্রহ্লাদ দাস এবং সামশেরগঞ্জে ব্যবসায়ী সুজিত মণ্ডল খুনের মামলায় ধৃত সামাউল শেখের।

তামিলনাড়ুর থুথুকুড়িতে ৪০০ কোটি ডলারের জাহাজ নির্মাণ প্রকল্প

বছরে ২৫ লক্ষ গ্রস টন জাহাজ নির্মাণের পরিকল্পনা

তামিলনাড়ুর থুথুকুড়িতে ৪০০ কোটি ডলার বিনিয়োগে একটি আধুনিক জাহাজ নির্মাণ কারখানা গড়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে আরও এক ধাপ এগোল ভারত। প্রস্তাবিত প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে এইচডি হুন্ডাইয়ের চেয়ারম্যান চুং কি-সুনের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল।

২৮ অক্টোবরের এই বৈঠকে আগামী ছ'মাসের মধ্যে প্রকল্পের বিস্তারিত প্রতিবেদন (ডিপিআর) চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। এইচডি হুন্ডাইয়ের জাহাজ নির্মাণ শাখা এইচডি কোরিয়া শিপবিল্ডিং অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং (এইচডি কেএসওই) প্রস্তাবিত প্রকল্পে প্রধান কৌশলগত বিনিয়োগকারী হিসেবে অংশ নেওয়ার আগ্রহও পুনর্ব্যক্ত করেছে।

প্রকল্পের উন্নয়ন, বিনিয়োগের শর্ত এবং যৌথ উদ্যোগের কাঠামো নির্ধারণের জন্য দুই পক্ষ একটি যৌথ কর্মীগোষ্ঠী গঠন করবে। বিনিয়োগের পরিমাণ, অংশীদারিত্ব এবং মালিকানার কাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদনের ওপর।

প্রস্তাবিত কারখানাটিতে বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ গ্রস টন (জিটি) জাহাজ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরির সময় এই উৎপাদনক্ষমতা যাচাই করা হবে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে এটি ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণ কারখানা হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সক্ষমতা বাড়বে এবং বিদেশি নির্মাতাদের ওপর নির্ভরতা কমানোর সুযোগ তৈরি হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় চার দিনের সফরে রয়েছেন সোনোয়াল। জাহাজ নির্মাণ, সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণ এবং বৃহত্তর সামুদ্রিক ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা আরও মজবুত করাই এই সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই প্রকল্পের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল ২০২৬ সালের ২০ এপ্রিল স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতাপত্রের মাধ্যমে। এইচডি কেএসওই এবং তামিলনাড়ু লিমিটেডের ন্যাশনাল শিপবিল্ডিং অ্যান্ড হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ পার্কের (এনএসএইচআইপি-টিএন) মধ্যে ওই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে-মিয়ংয়ের ভারত সফরের সময় এই সমঝোতা হয়েছিল।

বৈঠকে সোনোয়াল জানান, প্রস্তাবিত বিনিয়োগকে বাস্তব প্রকল্পে রূপ দিতে ভারত সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর কথায়, সমঝোতাপত্রটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা গড়ে তোলার প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করেছে।

দেশে জাহাজের চাহিদা বৃদ্ধির প্রসঙ্গও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি জানান, আগামী বছরগুলিতে ভারতের বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ৪০০টিরও বেশি জাহাজ সংগ্রহের পরিকল্পনা করছে। থুথুকুড়ির প্রস্তাবিত কারখানা থেকে এই চাহিদার একটি অংশ মেটানোর পাশাপাশি বিদেশি বাজারের জন্যও জাহাজ তৈরি করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারতে দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য এইচডি কেএসওইকে কৌশলগত অংশীদারিত্ব, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং স্থানীয় উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়ার আহ্বান জানান সোনোয়াল।

প্রস্তাবিত প্রকল্পে এনএসএইচআইপি-টিএন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় উপকূলবর্তী জমি, পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিষেবা এবং বিধিবদ্ধ অনুমোদনের ব্যবস্থা করবে। পরিকল্পনার পরবর্তী পর্যায়ে জমি ও প্রকল্পস্থল পরিদর্শন, পরিকাঠামোর নকশা তৈরি, সমুদ্রতল খনন এবং জমি পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত প্রাথমিক সমীক্ষার কাজও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদনে কোন ধরনের জাহাজ তৈরি হবে, উৎপাদনক্ষমতা কতটা হবে, কী পরিকাঠামো প্রয়োজন, মোট ব্যয় কত হতে পারে এবং বাস্তবায়নের সময়সীমা কী হবে;তা নির্ধারণ করা হবে।

শুধু কারখানা নির্মাণেই সীমাবদ্ধ থাকবে না এই সহযোগিতা। প্রযুক্তি হস্তান্তর, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং দক্ষ কর্মী তৈরির বিষয়েও আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভারতের শিল্প সংস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ভারত সরকারের তৈরি করে দেওয়া সহায়ক পরিবেশের কথা স্বীকার করে এইচডি কেএসওই জানিয়েছে, জাহাজ নির্মাণ কারখানার নকশা, নির্মাণ, উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে তারা আগ্রহী।

কেন্দ্রের জাহাজ নির্মাণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে ভারত-দক্ষিণ কোরিয়া বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রেও এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে।

তবে প্রকল্পটি এখনও পরিকল্পনা ও উন্নয়নের পর্যায়ে রয়েছে। চূড়ান্ত বিনিয়োগ কাঠামো, উৎপাদনক্ষমতা এবং বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারিত হবে পরবর্তী সমীক্ষা, বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন এবং প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদনের ভিত্তিতে।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।

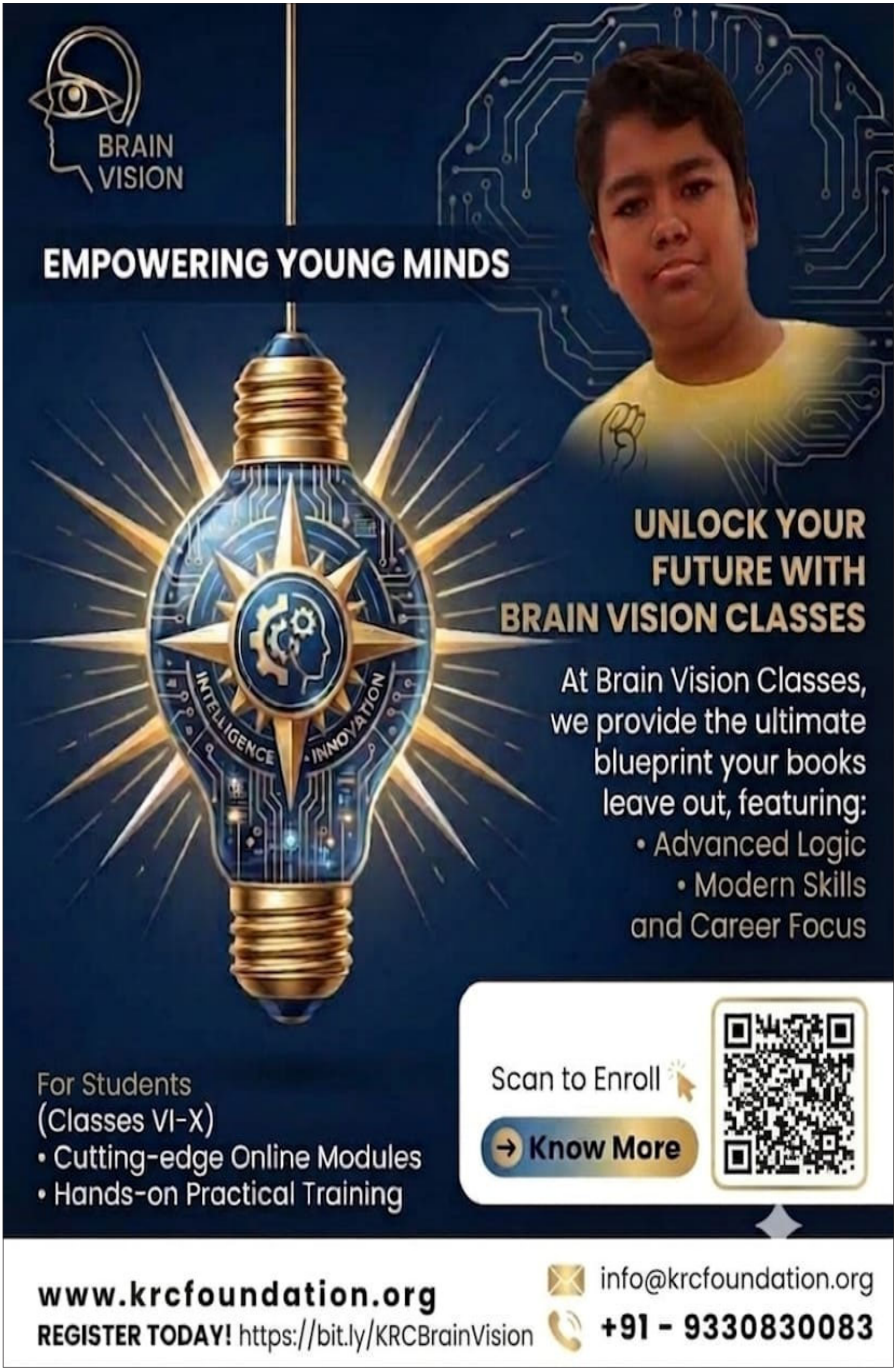
BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard